আ পারফেক্ট ফিট

আয়ান ব্রাডস্টোন বিষণ্নমনে শহরের ভেতর দিয়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটছিলেন, একটা বড় দোকানের খোলা দরজার সামনে মানুষের জটলা দেখে থেমে পড়লেন তিনি। প্রথমেই তাড়নাবোধ করলেন ঘুরে পালানর। কিন্তু তিনি তা পারলেন না। কী এক আকর্ষণ তাকে ধীরে ধীরে ভিড়টার কাছে টেনে নিয়ে গেল।

তাঁর কৌতূহল নিশ্চয় তাঁর মুখে এক বড় প্রশ্ন হয়ে ফুটে উঠেছিল, যে কারণে তাঁকে দেখে কোণার একজন উৎফুল্লভাবে বিষয়টা ব্যাখ্যা করল। 'থ্রি-ডি চেস। এটা একটা হট গেম।'

খেলাটা কীভাবে খেলতে হয় জানেন ব্রাডস্টোন। আধডজন লোক জড় হয়ে ঘুরতে থাকে, সবার চেষ্টা থাকে কম্পিউটারকে টেক্কা দেবার। সম্ভাবনাগুলো নষ্ট করছিল তারা। ছ'জন উডপুশার মিলে বানাল একজন উডপুশার। সে নকশাটার অসহ্য উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকাল, তারপর ওটার খুব কাছে আনল চোখ দুটো। এরপর বিরক্তভাবে ফিরে দাঁড়িয়ে চেসবোর্ডের উপরে ঘুঁটি রাখল। আটটা চেসবোর্ড বা দাবার বোর্ড একটার উপর আরেকটা রেখে পেরেক দিয়ে গাঁথা হয়েছে।

banglainternet.com

দাবার বোর্ডগুলো সাধারণ। ঘুঁটিগুলো প্লাস্টিকের। 'হেই,' বিস্ফোরিত কণ্ঠে চিৎকার দিলেন তিনি।

বোর্ডগুলোর পাশের যুবকটা আত্মরক্ষামূলক ভাবে বলল, 'আর বেশি কাছে আনা যাবে না। আমি নিজের মতো করে সেট করেছি যাতে আমরা ফলো করতে পারি। সাবধান। নাড়া দিয়ে নিচে ফেলবেন না।'

ব্রাডস্টোন বললেন, 'এখন যে অবস্থায় আছে, এই অবস্থায় থাকবে?'

'হ্যাঁ। আমরা খেলোয়াড়রা দশ মিনিট ধরে তর্ক করে ঠিক করেছি।'

অবস্থানটার দিকে উৎসুকভাবে তাকালেন ব্রাডস্টোন। উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি যদি ঘুঁটিটাকে সরিয়ে বিটা-বি-৬ থেকে ডেল্টা-ডি-৬-এ নাও, তাহলে তুমি জিতবে।'

বোর্ডটার দিকে গভীরভাবে তাকাল যুবকটা। 'আপনি নিশ্চিত ?'

'অবশ্যই নিশ্চিত। কম্পিউটার কী করে সেটা কোনো বিষয় না, এতে তোমার রাণী রক্ষা পাবে।'

আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল যুবকটা। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'হেই, এখানকার লোকেরা বলছে আপনি দু দিক দিয়েই ঘুঁটিটাকে মারতে যাচ্ছেন।'

ভেতরের গ্রুপ থেকে জমাট দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল। একটা কণ্ঠ বলল, 'আমি সেটাই ভাবছিলাম।'

অন্য আরেকজন বলল, 'আমিও তাই ভেবেছি। ওরকম খেলতে গেলে রাণী অরক্ষিত হয়ে পড়বে। এরকম আমি আর দেখিনি।' দ্বিতীয় কণ্ঠের মালিক তাঁর দিকে ফিরল। 'আপনি! আপনিই সেই লোক যে এমন বুদ্ধি দিয়েছেন। আপনি খেলবেন ? চালবেন ঘুঁটি ?'

পিছিয়ে গেলেন ব্রাডস্টোন, তাঁর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল। 'না-না-আমি খেলতে পারি না।' তিনি ঘুরেই দ্রুত হাঁটা শুরু করলেন।

তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর তাঁর ক্ষিধে লাগে।

মাঝে মাঝে তিনি গলির মধ্যে ফলের দোকানগুলোতে যান। বর্তমানে টাকা পয়সার লেনদেন সবই কম্পিউটারের মাধ্যমে হয়। ব্রাডস্টোন যখন সতর্ক থাকেন, একটা আপেল কিংবা একটা কমলা নিয়েই সটকে পড়েন।

এটা একটা ভীতিকর বিষয়, যে কোনো সময় তাঁর ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি ধরা পড়েন, তাকে জিনিসের মূল্য দিতে হবে। তাঁর টাকা আছে—প্রচুর পরিমাণে আছে—কিন্তু কীভাবে তিনি মূল্য পরিশোধ করবেন ?

যদিও প্রত্যেকদিন ডজন খানেক উপলক্ষে তাঁকে অর্থ প্রদান করতে ক্রেডিট স্থানান্তর করতে হয়। এটা তাঁর কাছে সীমাহীন অপমানকর মনে হয়।

নিজেকে রেস্টুরেন্টের বাইরে আবিষ্কার করলেন তিনি। ভেসে আসা খাবারের ঘ্রাণ তাকে আবার ক্ষিধের কথা মনে করিয়ে দিল। সতর্কতার সাথে

জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলেন। বেশ কিছু লোক খাচ্ছে। অনেক লোক। একজন বা দু'জনের জন্যে পরিবেশটা মানানসই নয়। তিনি তাঁদের মাঝখানে গিয়ে খেতে পারবেন না।

ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল, আর তখুনি দেখতে পেলেন জানালা দিয়ে একমাত্র তিনিই উঁকি মারেননি। একটা ছেলেও একই কাজ করছে। বয়স প্রায় দশ বছর হবে, তবে তাকে ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে না।

ব্রাডস্টোন গলার স্বরটাকে মোলায়েম করে ডাক দিলেন, 'এই যে, বালক। ক্ষিধে পেয়েছে?'

কিশোর ছেলেটা সন্দেহের চোখে তাঁর দিকে তাকাল, সরে গেল কোণার দিকে। 'না!'

কাছে আসার চেষ্টা করলেন না ব্রাডস্টোন। যদি আসেন, নিঃসন্দেহে ছেলেটা দৌড় দেবে। তিনি বললেন, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তুমি নিজের জন্যে কিছু অর্ডার দেবার মতো যথেষ্ট বড় হয়েছ। একটা হ্যামবার্গার কিংবা যে কোনো কিছুর অর্ডার তুমি দিতে পার, আমি নিশ্চিত।'

সন্দেহের জায়গা দখল করে নিল গর্ব। ছেলেটা বলল, 'নিশ্চিত! যে কোনো সময়!'

'কিন্তু তোমার নিজের কোনো কার্ড নেই, ঠিক? আর তাই তুমি সম্পূর্ণ অর্ডার দিতে পারছ না। ঠিক?'

ছেলেটা বাদামি চোখে তাঁর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। ব্রাডস্টোন বললেন, 'কী বলবে বল। আমার কার্ড আছে। অর্ডার দেবার জন্যে তুমি এটা ব্যবহার করতে পার। হ্যামবার্গার বা তোমার যা ইচ্ছে তাই নিতে পার। তোমার কী চাই বল। তুমি আমার জন্যেও কিছু নিতে পার। চমৎকার টি-বোন স্টিক, সেদ্ধ আলু, কিছু স্কোয়াশ আর কিছু কফি। আর দু'টুকরো আপেলের পিঠা। তুমি একটা নেবে।'

'আমি বাড়ি নিয়ে তারপর খাব,' বলল ছেলেটা।

'তাহলে এস! তুমি তোমার বাবার কিছু টাকা বাঁচাও। তুমি এখানে সেটা তারা জানে, আমি নিশ্চিত।'

'আমরা অনেক সময় এখানে খেতে আসি।'

'যখন আস তখন খাও। এখানে আবার খাও। শুধু এখন তুমি কার্ডটা

banglainternet.com

হ্যান্ডেল করতে পারবে। নিজে পছন্দ করতে পারবে—বড়দের মতো। চল প্রথমে তুমি এগোও।'

ব্রাডস্টোনের পেটে শিরশির অনুভূতি বোধ হল। ছেলেটাকে দিয়ে তিনি একটা কাজ করাচ্ছেন, বাচ্চাদের জন্যে এটা দোষের হবে না। তবে কেউ যদি, এ দিকে লক্ষ্য করতে থাকে, তাহলে ব্যাপারটা বিশ্রি হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ ভুল বুঝবে সে।

যদি সেরকম সম্ভাবনা থাকে, ব্রাডস্টোন ব্যাখ্যা দেবেন। কিন্তু প্রত্যেকে তাঁর দিকে তাকাবে অবজ্ঞার চোখে, তিনি নিজের জন্যে একটা ছোট্ট ছেলেকে কিছু আনতে প্ররোচিত করেছেন, অথচ নিজে তা পারেননি।

কিশোর ছেলেটা ইতস্তত করল, তারপর ঢুকল রেস্টুরেন্টে। সতর্ক দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করলেন ব্রাডস্টোন। একটা টেবিলে বসল ছেলেটা, ব্রাডস্টোন তার বিপরীত দিকে বসলেন।

হাসলেন ব্রাডস্টোন, কার্ডটা ছেলেটার হাতে দিলেন। বিরক্তিকরভাবে কার্ডটা হাতের মধ্যে ঝনঝন করে উঠল। কার্ডটা শক্ত, ঝকমকে ধাতুর তৈরি যে সেদিকে তাকিয়ে তার চোখের পেশিগুলো গোল হয়ে উঠল। সে তাকিয়ে রইল কার্ডটার দিকে।

'যাও, খোকা। পছন্দমতো খাবার আন,' নিচু গলায় বললেন তিনি। 'তোমার যা মন চায় নিয়ে এস।'

ছেলেটা মিথ্যে বলেনি। কন্ট্রোলের উপরে আঙুলগুলো নেড়ে ছোট কম্পিউটারটা নিখুঁতভাবে হ্যান্ডেল করতে লাগল সে।

'আপনার জন্যে স্টিক, জনাব। সেদ্ধ আলু। স্কোয়াশ। আপেলের পিঠা। কফি—আপনি কি সালাদ খেতে চান, জনাব?' তার কণ্ঠটা ধীরে ধীরে চড়তে লাগল। 'আমার মা সব সময় সালাদের অর্ডার দেন, তবে আমি ওটা পছন্দ করি না।'

'আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। মিক্সড গ্রিন সালাদ। ওরা কি এটা দেয়? ভিনেইগ্রেট ড্রেসিং। ওরা দেয় ওটা? তুমি ওটা হ্যান্ডেল করতে পারবে?'

'ভিন—কী যেন বললেন—আপনার দেখার দরকার নেই—সম্ভবত এটাই।'

banglainternet.com

শেষে ফ্রেঞ্চ ড্রেসিং-এর কথা বললেন ব্রাডস্টোন। তবে ইতোমধ্যে যথেষ্ট হয়েছে।

ছেলেটা এমন সহজে ও দক্ষতার সাথে কার্ডটা ঢোকাল যে ব্রাডস্টোনের মনে ঘৃণা উথলে উঠল, তা সত্ত্বেও লাফাতে লাগল তাঁর পাকস্থলী।

কার্ডটা তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিল ছেলেটা। 'আমার মনে হয় আপনার অনেক টাকা আছে,' গুরুত্বের সাথে বলল সে।

ব্রাডস্টোন বললেন, 'তুমি কি অঙ্কটা দেখেছ?'

'আরে না। আপনি বাবার মতো এভাবে তাকাবেন না, আমি বলতে চাইছি, এত খাবার আনার পরও কার্ড বাতিল হয়নি।'

হতাশায় ভেঙে পড়ার মতো অনুভূতি হল ব্রাডস্টোনের। ছেলেটা টাকার অঙ্কটা পড়েনি, আর তিনি পরিমাণটা জানার জন্যে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতেও পারবেন না। শেষ মেষ তাকে কোনো ব্যাংকে যেতে হবে, তাদের ভিন্ন কোনো পথে প্ররোচিত করে চেষ্টা করতে হবে অঙ্কটা জেনে নেবার।

তিনি আলাপ জমানর চেষ্টা করলেন। 'তোমার নাম কী, খোকা?'

'রেগিন্যাল্ড।'

'বাড়িতে এখন কী পড়ছ তুমি, রেগি?'

'অধিকাংশই গণিত। কারণ বাবা বলেছেন গণিত করতে পারলে আমাকে ডাইনোসর দেবেন, যেহেতু আমি ডাইনোসর চাই। যদি আমি গণিতে লেগে থাকি তাহলে আমি ডাইনোসর পাব। আমি আমার কম্পিউটারে ডাইনোসরের চলাচলের গ্রাফিক্স প্রোগ্রাম করেছি। আপনি কি জানেন ব্রোনটোসোরাস কীভাবে ভূমিতে হাঁটে? ওরা ওদের ঘাড়ে ভারসাম্য বজায় রাখে, আর তাই ভারের কেন্দ্র থাকে নিতম্বে। ওরা পানিতে নামার আগ পর্যন্ত মাথাটাকে জিরাফের মতো সোজা রাখে। তাহলে—এখানে আমার হ্যামবার্গার আছে। আর আপনার খাবারগুলোও আছে।'

সব কিছুই চলে এসেছে মুভিং বেল্টে করে, ঠিক জায়গা মতো এসে থেমেছে।

ব্রাডস্টোন সতৃষ্ণভাবে তাকালেন খাবারগুলোর দিকে, ভাবলেন কম্পিউটারের কাজ কারবার।

রেগিন্যাল্ড সম্পূর্ণ মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'আমি কাউন্টারে হ্যামবার্গার খাব।'

banglainternet.com

নড়ে উঠলেন ব্রাডস্টোন। 'আশা করি এটা চমৎকার হ্যামবার্গার, রেগি।' তার কাছ থেকে বেশি আর চাওয়ার নেই ব্রাডস্টোনের, তাকে খেতে দিলেন তিনি। কেউ একজন কিচেন থেকে এল, নিঃসন্দেহ যে কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ টেকনেশিয়ান। রেগিন্যাল্ডের সাথে বন্ধু সুলভ আলাপ শুরু করেছে। এটা স্বস্তির ব্যাপার।

এই পোশা নিয়ে প্রশ্নের কিছু নেই। আপনি যখন একজন কম্পিউটার টেকনেশিয়ানের সাথে কথা বলবেন সে এমন ভাব দেখাবে যেন বিশ্বটা তার কাঁধের উপর অবস্থান করছে। তবে ব্রাডস্টোন তাঁর খাবারের দিকেই মন দিলেন—এই প্রথম সম্পূর্ণ খাবারটা তিনি একটা মাসে স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করলেন।

খাবার সম্পূর্ণ শেষ করার পরে চারদিকে আবার তাকালেন তিনি। অনেক্ষণ হল গিয়েছে ছেলেটা। ব্রাডস্টোন বিষণ্ন মনে ভাবলেন, ছেলেটার এতটুকু দয়া নেই, সৌজন্যবোধ নেই, সহানুভূতি নেই। অবশ্য সব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানর মতো যথেষ্ট বড় সে নয়, সে তার সমস্ত বয়ঃসন্ধিকাল ব্যস্ত রাখছে কম্পিউটার নাড়াচাড়া করে।

বয়ঃসন্ধি!

জায়গাটিতে এখন খুব বেশি ভিড় নেই। কম্পিউটার টেকনেশিয়ান এখন কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, সম্ভবত কম্পিউটারের খুঁটি নাটি পর্যবেক্ষণ করছে।

ক্ষনিকের জন্যে প্রবল যন্ত্রনার সাথে ব্রাডস্টোন ভাবলেন, টেকনোলজিস্টদের পেশা কার্যত বিশ্বব্যাপি। সব সময় তারা প্রোগ্রাম বানাচ্ছে, রি প্রোগ্রাম করছে, অ্যাডজাস্ট করছে, ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি পরীক্ষ নিরীক্ষা করছে যা বিশ্বের প্রত্যেকটা মানুষের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে—প্রায় প্রত্যেকের।

banglainternet.com

এ সব ভাবনায় ব্রাডস্টোনের মনের মধ্যে বিদ্রোহের চেতনা জেগে উঠল। কম্পিউটার টেকনেশিয়ানের চোখে চোখ রাখলেন তিনি। বললেন, 'পল, আমার ধারণা এই শহরে আইনজীবী আছে?'

'আপনার ধারণা ঠিক।'

'তুমি ভালো একজনের পরামর্শ আমাকে দিতে পার না। পার কি?'

নরম সুরে কম্পিউটার টেকনেশিয়ান বলল, 'পোস্ট অফিসে গিয়ে আপনি টাউন ডাইরেকটরির খোঁজ করতে পারেন। ওখানে আপনি কেবল আইনজীবীর জায়গায় টোকা মারবেন।'

'আমি ভালো একজন চাই। চালাক চতুর।' হাসলেন তিনি, আশা করলেন লোকটাও তাঁর কথায় হাসবে। কিন্তু হাসল না লোকটা। কম্পিউটার টেকনেশিয়ান বলল, 'ওখানে সব কিছুরই বর্ণনা দেয়া আছে। আপনার প্রয়োজনের কথা জানাবেন আর তখন আপনি বয়স, ঠিকানা, কেসলোড, ফি-এর পরিমাণ সব কিছুই জানতে পারবেন। আপনি যে ধরনের চান না কেন পাবেন, যদি আপনি ঠিকমত চাবি ঘোরাতে পারেন। ওটা এভাবেই কাজ করে। গত সপ্তাহে আমি পরীক্ষা করেছি।'

'আমি ও রকম কিছু বোঝাতে চাইনি, বুদ্ধু। আমি তোমার ব্যক্তিগত সুপারিশ চেয়েছি। তুমি জান?'

মাথা নাড়ল কম্পিউটার টেকনেশিয়ান। 'আমি ডাইরেকটরি নই।'

ব্রাডস্টোন বললেন, 'জাহান্নামে যাও। তোমার সমস্যাটা কী? একজন আইনজীবীর নাম বল। যে কোনো আইনজীবী। এমন কোনো আইন জানা কি আছে যা কম্পিউটার ছাড়াই প্রয়োগ করা যায়?'

'ডাইরেকটরি ব্যবহার করলে সেটা জানতে পারবেন। আপনি আপনার কার্ড দিয়েইতো সেটা করতে পারেন। সমস্যা কোথায়? আপনি কি জানেন না কার্ড কীভাবে ব্যবহার করতে হয়? কিংবা আপনি—' তার চোখ দুটো কী ভেবে হঠাৎ বড় বড় হয়ে উঠল। 'হায়—সন অব এ—সে কারণেই আপনি রেগিকে পাঠিয়েছেন আপনার খাবারের অর্ডার দিতে! শুনুন আমি জানতাম না—'

banglainternet.com

ব্রাডস্টোন কুঁচকে গেলেন। তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন, আর এটা করতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন কাছে দাঁড়ান বিশালদেহী লাল মুখ ও টেকো মাথার এক লোকের সাথে।

বিশালদেহী লোকটা নরম গলায় বলল, 'এক মিনিট। আপনিই কি কিছুক্ষণ আগে আমার ছেলেকে হ্যামবার্গার কিনে দিয়েছেন?'

ইতস্তত করলেন ব্রাডস্টোন, তারপর মাথা নাড়ালেন শুকনো মুখে।

'আমি এর দামটা আপনাকে দিতে চাই। সব ঠিক আছে। আমি জানি আপনি কে, আর আমি আপনার কার্ড হ্যান্ডেল করব।'

কম্পিউটার টেকনেশিয়ান কথার মাঝখানে ঢুকে পড়ল। 'যদি আপনি একজন আইনজীবী চান, মিস্টার গোল্ড হলেন একজন আইনজীবী।'

আগ্রহ দেখা গেল ব্রাডস্টোনের চোখে।

গোল্ড বলল, 'আমি একজন আইনজীবী, যদি আপনি একজন আইনজীবীই খোঁজেন। কথা হল, আমি আপনাকে কীভাবে চিনি। আমি আপনার ব্যাপারগুলো গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করেছি। আর যখন রেগি এসে খাবার খাওয়ার গল্প করল, কম্পিউটার ব্যবহার করার কথা বলল, তার বর্ণনা শুনে মনে হল লোকটা আপনিই হবেন। আর এখন দেখছি আমার ধারণা ঠিকই।'

ব্রাডস্টোন বললেন, 'আমরা কি নিরিবিলি কথা বলতে পারি?'

'আমার বাসা এখান থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ।'

লিভিং রুমটা বিলাসবহুল নয়, তবে আরামদায়ক। ব্রাডস্টোন বললেন, 'আপনার কি একজন রিটেইনার দরকার? আমি খরচ দিতে পারব।'

'আমি জানি আপনার অনেক টাকা আছে,' বলল গোল্ড। 'প্রথমে আমাকে বলুন, আপনার সমস্যাটা কী।'

ব্রাডস্টোন চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। বলতে শুরু করলেন ধরা গলায়। 'আপনি যদি আমার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে থাকেন, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমার বিষয়টা নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তিযোগ্য। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে প্রথমে এ ধরনের স্বাক্ষ্য দিচ্ছি। সম্মোহন ও সরাসরি স্নায়ু-ব্যবস্থার মিশ্রণ সম্প্রতি একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাস্তির ধরণটা যেটা আমি সাক্ষ্যে বলেছি, বুঝতে পারছি না। এটা তুলে নেয়া উচিত।'

গোল্ড বলল, 'আপনি অনেক নিয়মের মধ্য দিয়ে গেছেন, আর আপনি যে দোষী তার কোনো উপযুক্ত কারণ নেই—'

'তাহলে দেখুন। আমরা কম্পিউটার আবৃত একটা বিশ্বে বাস করছি। আমি কোথাও একটা কাজ করতে পারি না—আমি তথ্য সংগ্রহ করতে পারি না—আমি খেতে পারি না—আমি আনন্দ উপভোগ করতে পারি না—আমি কোনো কিছুর জন্যে দাম পরিশোধ করতে পারি না, কিংবা কোনো কিছু চেক

banglainternet.com

করতে পারি না—যা কিছুই করি, কম্পিউটার ব্যবহার ছাড়াই করি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি এতে মানিয়ে নিয়েছি, আর তাই আমার চোখ দুটোকে আঘাত না করেতো আমি কম্পিউটারের দিকে তাকাতে অক্ষম বা আমার আঙুলগুলোতে ফোস্কা না তুলে আমি কম্পিউটারকে ছুঁতে অক্ষম। এমনকি আমি আমার ক্যাশকার্ড হ্যান্ডেল করতে পারি না, কিংবা আমি এটার ব্যবহারের কথা চিন্তাও করতে পারি না। এসব করতে গেলেই আমার বমি বমি ভাব আসে।'

গোল্ড বলল, 'হ্যাঁ, আমি সেসব জানি। আমি এও জানি যে আপনার শাস্তির মেয়াদের জন্যে আপনাকে প্রচুর টাকা দিতে হবে। সাধারণ জনগণ আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে এবং উপকারী হবে। আমার বিশ্বাস তারা তা করবে।'

'আমি তা চাই না। আমি তাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই না। আমি বড়দের বিশ্বে অসহায় শিশু হিসেবে থাকতে চাই না। আমি চাই না শিক্ষিতদের জগতে অশিক্ষিত হয়ে থাকতে। আমার শাস্তির সমাপ্তি টানতে সাহায্য করুন। এক মাস নরক বাসই যথেষ্ট। আরো এগার মাস আমি নরকে বাস করতে পারব না।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল গোল্ড। 'বেশ, আমার তত্ত্বাবধানে আপনি থাকবেন, এতে আমি আপনার বৈধ প্রতিনিধি হব। পরে যেটুকু পারি আপনার জন্যে করার চেষ্টা করব। আপনাকে বলে রাখা ভালো, এতে বিরাট সাফল্য নাও হতে পারে।'

'কেন ? আমার সব কিছুকে পাঁচ হাজার ডলারে রূপান্তর করেছি।'

'রূপান্তর করার পরিকল্পনাতো দূরের ব্যাপার। ওটা করার আগেই আপনি ধরা পড়েছিলেন। এটা ছিল বুদ্ধিমান কম্পিউটারের চাতুরি। দাবা খেলায় আপনার দক্ষতার দাম আছে, কিন্তু সেটা এখন অপরাধ। সব কিছুই কম্পিউটার নির্ভর এমনকি বর্তমানে কম্পিউটার ছাড়া আপনি এক পাও ফেলতে পারবেন না। কম্পিউটার যতই প্রতারণা করুক না কেন এটা সভ্যতার অপরিহার্য কাঠাম, সেটা ভাঙা ভয়ংকর অপরাধ এবং এটাকে নিরুৎসহীত করা উচিত।'

'উপদেশ দেবেন না।'

'উপদেশ দিচ্ছি না। আমি ব্যাখ্যা করছি। আপনি সিস্টেম ভাঙার চেষ্টা

করেছেন এবং সেজন্যে আপনাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। ভুল বোঝার অবকাশ নেই। একা হয়ে পড়েছেন আপনি। যদি আপনি দেখেন যে আপনার জীবনটা দুঃসহ, এবং যার কারণে আপনি ক্লান্ত, কোনো রকমে প্রত্যেকের কাছে সেটা দমন করুন।'

'কিন্তু একবছর অনেক বেশি সময়।'

'অন্য কারো উপর যেন একই ধরনের ব্যবস্থা নিতে না পারে সেটাকে শক্ত বাঁধা দেবে। আমি চেষ্টা করব কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি আইন কী বলবে।'

'কী?'

'বলতে চাইছি অপরাধকে প্রতিজ্ঞা করতে যদি শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে আপনারটাই উপযুক্ত।'

অনুবাদ: মিজানুর রহমান কল্লোল

banglainternet.com